দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি

পাঁচ বছর আগে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ইতোমধ্যে কয়েকবার এই কর্মসূচির মূল্যায়ন করা হয়েছে। খাদ্য বিতরণে দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও শিক্ষাদান ব্যাহত হওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে এই কর্মসূচির বদলে 'শিক্ষার জন্য অর্থ' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হবে কিনা, তার প্রস্তাবও করা হয়েছে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র পরিবার থেকে ছাত্র ভর্তি বাড়ানো, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে 'ড্রপ আউট' কমানো এবং দরিদ্র পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তায় উন্নতি। এই কর্মসূচি ঠিকমত বাস্তবায়ন করা হলে দেশে শিক্ষার হার এবং 'ফুড এনটাইটেলমেন্ট' দুটোই বাড়বে। সেজন্য কর্মসূচিটি সবার অকুণ্ঠ সমর্থন আদায় করতে পেরেছে। কিন্তু দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের ডেলিভারি সিস্টেমের অকর্মণ্যতা ও চরম দুর্বলতার মতোই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি একটি অদক্ষ কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। ফলে একদিকে শিক্ষার উন্নয়ন হচ্ছে না, অন্যদিকে যতজনের কাছে যতটা খাদ্য যাওয়ার কথা তা যাচ্ছে না।

এই কর্মসূচির অধীনে খাদ্য বিতরণের ব্যাপারে অভিযোগ হলো ঃ গ্রাম্য রাজনীতি, ঝগড়া-দলাদলি, স্বজনপ্রীতি ও স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের দুর্নীতি। পাঁচ-ছ'শ টাকা না দিলে নাকি কোটার চাল বা গম পাওয়া যায় না। যারা বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা কোটার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আত্মসাৎ করেন। ফলে যে সব দরিদ্র পরিবারের ১২ অথবা ১৬ কেজি গম বা চাল পাওয়ার কথা তারা ৬ থেকে ৯ কেজি পেয়ে থাকে। সচ্ছল পরিবারের সন্তানরাও নাকি কার্ড পেয়ে যায় কিছু অর্থের বিনিময়ে। ভুয়া ছাত্রছাত্রী, এমনকি ভুয়া বিদ্যালয়ের জন্যও বরাদ্দের নজির কম নয়। কর্মসূচির আরেকটি দুর্বলতা হলো দেশের সকল দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে এই কর্মসূচি চালু করা যায়নি এবং যেখানে চালু করা হয়েছে সেখানে যোগ্যপ্রার্থী বাছাই করতে যেয়ে সকল দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। কোন বিদ্যালয়ে শতকরা ৪০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রীর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় না।

শিক্ষা কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন যে, যে বিদ্যালয়েই এ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, সে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। শিক্ষকরা খাদ্য বিতরণে অনেক সময় ব্যয় করেন, পড়ানোর কাজটায় ঘাটতি দেখা দেয়। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসে গম বা চাল পাওয়ার আশায়, পড়ার ব্যাপারে তাদের মনোযোগের অভাব প্রকট। দরিদ্র পরিবার সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠায় গম বা চাল পাওয়ার আশায়, পড়তে নয়। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে শ্রেণীকক্ষে স্থান সংকুলান হয় না। সব মিলিয়ে যেসব বিদ্যালয় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত, সেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিচে নেমে গেছে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির ব্যাপারে অভিযোগগুলো কত ব্যাপক তার কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। কোন কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা যাচাই করার জন্য পাঁচ বছর খুব কম সময় নয়। শিক্ষার বিস্তার ও দারিদ্র্য বিমোচনের এই কর্মসূচির প্রতি সবার সমর্থন ও শুভেচ্ছা রয়েছে। সরকার কর্মসূচিটির দুর্বলতা দূর করতে পারলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক অংশ সত্যিই উপকৃত হবে।

SHEETS